দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 1 5 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন

খবরে প্রকাশ, ১৬টি জেলার ৮ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ইত্তেফাকের রংপুর সংবাদদাতার পাঠানো খবরটিতে বলা হইয়াছে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার ২৫ হাজার ৪ শত ১৫টি গ্রামের মধ্যে ৮ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। এই তথ্য কতটা সত্য তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে সংবাদটি আংশিক সত্য হইলেও বলিতে হয় ইহা উদ্বেগজনক। শিক্ষা খাতে সময়ের ধারাবাহিকতায় যে শুভঙ্করির ফাঁক সৃষ্টি হইয়াছে, ১৬টি জেলায় ৮ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকাটা সম্ভবতঃ ইহারই ফল। যাহা হউক, ইহার দরুন, ৫ লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। দেশে নিরক্ষতা দূরীকরণ ও শিক্ষা প্রসারে যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে এবং কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে নয় অষ্টম শ্রেণী পর্যায়ে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও এই পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে সেখানে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে ৮ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা নিঃসন্দেহেই শিক্ষা প্রসারে ক্ষেত্রে যে একটি বড় অন্তরায় তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিলেও শিক্ষক, শিক্ষা সরঞ্জামসহ উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় স্কুল থাকা না-থাকা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এখন স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা দরকার। আগে কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিত। এখন সে তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় দেশে বিদ্যালয় সংখ্যা কম। এ ব্যাপারে আমাদের আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। তবে কেবল সরকারের উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া নিজেদের উদ্যোগে গ্রাম পর্যায়ে স্কুল গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা দরকার। আগে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এরূপ উদ্যোগই বেশি দেখা যাইত। গ্রামে ছাত্রসংখ্যার কথা বিবেচনা করিয়া স্কুলের অভাব থাকিলে স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগও যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে। এ কাজে উদ্যোগী হইলে দেশে শিক্ষা প্রসারের কাজ আরও ত্বরান্বিত হইবে।

শিক্ষার ব্যাপারে সার্বিক মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে একটি শুভ সংবাদ। এবারের নূতন বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শুধু এইবারই নয়, শিক্ষাখাতে অতীতে এবং বলা যায় বরাবরই বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি শিক্ষা প্রসারের অনুকূল হইবে বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহার পরও গ্রামীণ দারিদ্র্য ও দুরাবস্থা দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সামাজিক বাস্তবতায় শিক্ষার প্রসার যে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেবল বিদ্যালয় না থাকার কারণেই যে বিপুল সংখ্যক স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে তাহাই নয় দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকটের দরুনও বহু অঞ্চলে স্কুল থাকা সত্ত্বেও স্কুল বয়েসী ছেলে-মেয়েরা স্কুলে না যাইয়া অভাবী পিতা-মাতার সংসারে আয়ের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেছে। এজন্য গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়েই ড্রপ আউটের সংখ্যা বিপুল। বহু শিক্ষার্থী অভাবী সংসারে সাহায্য করার প্রয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই শিক্ষা জীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। সুতরাং শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইলে এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনেরও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে দারিদ্র্যও শিক্ষা প্রসারে কম বড় বাধা নয়। এ কথা বলা অবান্তর যে, শিক্ষার প্রসার ব্যতীত দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই ছাড়াও শিক্ষার জন্য আরো নানাবিধ কর্মসূচী নেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দেশের এনজিও প্রতিষ্ঠাগুলিও গ্রামীণ শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। এনজিওসহ বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগও গ্রামীণ শিক্ষা প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হইতে পারে। গ্রামীন শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনও যে কতখানি সমস্যাপূর্ণ আলোচ্য প্রতিবেদনটিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আগামী শতকের বাস্তবতা ও প্রয়োজনের তাগিদেই দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও গ্রামীণ শিক্ষা জীবনের উন্নয়নের সম্প্রসারিত কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।